Script for Vigyan Prasar Radio Serial

Segment No.4 Natural Resource Management

Episode No. 28 Addressing the climate change, green house gases and reducing

Written by Dr. Sima Mukhopadhyay

from Science Communicators Fourm

(দুই বন্ধু ইউনিভার্সিটির বারান্দায় আলোচনা রত)

পলাশ : কি রে, কী হয়েছে রে সৈকত? অমন সুখ ব্যাজার করে এইচ.ও.ডি-র ঘর থেকে বেরিয়ে এলি কেন? এনি প্রবলেম?

সৈকত : পলাশ আর বলিস না। ভেবেছিলাম এবারের অ্যানুয়েলে আমার চেনা ব্যান্ডের গান এনে দেখিয়ে দেবো প্রোগ্রাম কাকে বলে।

পলাশ : তো হোল টা কী বলবি তো?

সৈকত : স্যার বলছেন এবার থেকে অ্যানুয়েলে শুধু নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা চলবে না। বিষয় ভিত্তিক হতে হবে। ওপর থেকে অর্ডার এসেছে জাতীয় কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করতে হবে, তবেই গ্রান্ট মিলবে।

পলাশ : হুম বোঝা গেল। একেই বলে ঘেটে 'ঘ'। ঘাবড়াও মাত। চল ক্লাসে সবাই রয়েছে, এখন মনে হয় SKD-র ক্লাস হবে না। সবাই মিলে বসে একটা প্রোগ্রাম ছকে ফেলতে হবে। দাঁড়া তার আগে আমরা নিজেরা একটু ভেবে নিই, নাহলে সারাদিন লেগে যাবে বিষয় নির্বাচনে।

সৈকত : ঠিক বলেছিস্। আমার মনে হয় পরিবেশ নিয়ে প্রোগ্রাম করা উচিৎ। গ্লোবাল ওয়ার্মি দরজায় কড়া নাড়ছে। আমাদের সকলেরই ব্যাপারটা ভাবা দরকার।

পলাশ : আমি তোর সাথে 100% একমত। খবরের কাগজ খুললে রোজই কিছু না কিছু খবর এ ব্যাপারে থাকবেই।

সৈকত : পলাশ প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক নামানো যাবে তো? এর আবার ফ্যাচাং আছে। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রোগ্রামের সঙ্গে involved করতে হবে।

পলাশ : আলবাৎ যাবে। তুই ফালতু চিন্তা করছিস্। সবাই মিলে ঠিক একটা ভালো প্রোগ্রাম নামিয়ে দেওয়া যাবে।

সৈকত : (চিন্তিত গলায়) চল তাহলে।

পলাশ : আরে তুই ইউনিভার্সিটির জি.এস.। তুই এই রকম ডুম মেরে থাকলে চলবে। বুঝছিস না সকলেরই তো সি.ভি. টা ঝক্‌ঝকে্ করতে হবে। দেখবি সবাই না হোকে কয়েকজন ঠিকই এগিয়ে আসবে। জান লড়িয়ে কাজ করলে প্রোগ্রাম ভালোই হবে। চল চল .... (ক্লাসে অনেকে মিল কথা বলার আওয়াজ কারোর কথাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না)

সৈকত : বা: দারুণ সব আইডিয়া সকলের কাছ থেকে পাওয়া গেল। তাহলে আল্টিমেটলি কী দাঁড়ালো।

পলাশ : মূল বক্তা গ্লোবাল ওয়ামিং-এর উপর পাওয়ার পয়েন্টে বলবেন।

সৈকত : আমার মনে হয় যে কয়েকজনের নাম উঠে এল তার মধ্যে Environment department-এর প্রফেসর অলোক সামন্তই most suitable।

পলাশ : ঠিকই বলেছিস্। Popular lecture-এর ব্যাপারে ওঁনার খুব নাম ডাক আছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা থাকবে, ব্যাপারটা খুব সহজ করে তুলে ধরা দরকার।

সৈকত : ওঁনার সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্বটা কিন্তু তোর।

পলাশ : ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা শুরুটা একটা উদ্‌বোধন-সংগীত দিয়ে করলে ভালো হয়। পরিবেশ সম্পর্কিত গান বাছা যেতে পারে। তারপর ...

সৈকত : পৌলমী তুই যে টা বল্‌লি। বাজনার তালে তালে গাছ কাটা গাছ লাগানো নিয়ে যে অনুষ্ঠানটা তুই দেখেছিস্ সেটা যদি arrange করা যায় এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভালো যাবে। আর school level-এ prticipation টাও হবে।

অন্যরা : পৌলমী ব্যাপারটা একটু খুলেই বল্‌না ভাই।

student-রা

পৌলমী : আরে আমার দিদি যে স্কুলে পড়ায় ওদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানেই এটা দেখেছিলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গাছ সেজে নাচছে হেলে দুলে। দুটো ছোট ছেলেমেয়ে তার মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। এমন সময় কাঠুরে এসে ঝপাঝপ গাছ কেটে ফেললো। কারখানা আর বহুতল বাড়িতে জায়গাটা ভরে গেল।

হর্ন বাজিয়ে নানারকম গাড়ি ছোটাছুটি শুরু করলো। এমন সময় একটা ধোঁয়াটে রঙের ড্রাগন এসে সারা এলাকা জুড়ে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো। ছেলে মেয়ে দুটো মুর্ছা গেল।

জনৈক স্টুডেন্ট: গাছ, বাড়ি, কারখানা, গাড়ির ছোটাছুটি এত সব হচ্ছে কী করে স্টেজে।

পৌলমী : কেন বড় বড় বোর্ডে গাড়ি, বহুতল বাড়ি, কারখানা, গাছপালার cutout-এ আঁকা আছে। পেছনে একজন সেটাকে ধরে চলা ফেরা করায় অসুবিধেটা কোথায়? আর ড্রাগন মনে হয় একটা বড় ঝুড়ি দিয়ে বানিয়েছিলো। আর তার সাথে লম্বা শাড়ি জুড়ে ড্রাগনের দেহটা হয়েছিলো। বেশ কয়েকজন মিলে ড্রাগনটা চালাচ্ছিল।

জনৈক স্টুডেন্ট : তারপর কী হল বল পৌলমী। কেমন করে বানিয়েছে চালিয়েছে যখন দেখবি তখন বুঝিস্।

পৌলমী : এরপর লাঠি সোটা, তীর ধনুক হাতে কয়েকজন এসে ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওটাকে মেরে ফেলল। অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গাছের চারা হাতে ঢুকল। সেই ছেলে মেয়ে দুটো জেগে উঠে বাজনার তালে তালে ওদের সঙ্গে নাচতে লাগলো। শেষে সকলে মিলে সুর করে জানালো –

কেউ গাছ কেটো না।
আরো গাছ বসাও। গাছ বাঁচাও।
বিশ্ব জুড়ে মানুষ ভোগ লালসায় মেতে।
এই পৃথিবীর বাতাস তাই উঠছে তেতে।
গাছ লাগাও। গাছ বাঁচাও।

সকলে : (বেঞ্চ বাজিয়ে) চলবে চলবে। পৌলমী যুগ যুগ জিও।

পলাশ : ব্যাপারটা ভালোই দাঁড়াবে মনে হচ্ছে, পৌলমী immediately এই স্কুলটার সঙ্গে যোগাযোগ কর।

সৈকত : এটা কতক্ষণের।

পৌলমী : পোনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের হবে।

সৈকত : ঠিক আছে। শেষে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর উপর ভালো কার্টুন ফিল্ম বা short film দেখিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা যেতে পারে।

পলাশ : আচ্ছা কলেজগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব আমরা কয়েকজন মিলে করে ফেলছি।

সৈকত : বাকি থাকলো কবে হবে, কোথায় হবে ঠিক করা। কিছু চিঠি draft করতে হবে। Poster design করতে হবে।

পলাশ : শোন বাকি কাজের জন্য কাল আবার বসা যাবে। এখুনি NNB-র ক্লাস শুরু হবে। ওই দ্যাখ খাতা হাতে স্যার আসছেন।

দশ্য - ২

(ইউনিভার্সিটির হলে অনুষ্ঠান চলছে)

মাইকে ঘোষণার আওয়াজ ....

পলাশ : এতক্ষণ আমাদের সামনে প্রফেসর সামন্ত ছবি দেখিয়ে বিশ্বউষ্ণায়ন সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করলেন। স্যারকে ধন্যবাদ এত সুন্দর করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। চল করতালি দিয়ে স্যারকে অভিনন্দন জানানো যাক।

অনেকে মিলে হাততালির আওয়াজ ...

আমাদের হাতে একটু সময় রয়েছে। এ ব্যাপারে আরো কিছু জানতে চাইলে কাগজে লিখে পাঠালে উনি সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

প্র: সা: : বা: সকলের ভালো লেগেছে জেনে আমি আনন্দিত। ইতিমধ্যে দেখছি বেশকিছু স্লিপও হাজির। একজন লিখেছে আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। পৃথিবী তেতে উঠছে কেন আর একবার যদি দয়া করে সহজভাবে বুঝিয়ে দেন উপকৃত হব।

সৈকত : সকলে একটু শান্তভাবে বোস স্যার বুঝিয়েদিচ্ছেন।

প্র: সা: : একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। শীতের শুরুতে একটা পাতলা চাদর গায়ে দিলে বেশ আরাম বোধ হয় তাই না? তার বদলে মোটা কম্বল গায় দিতে হলে কেমন লাগবে? ঘেমে নেয়ে একস্া হতে হবে। অস্বস্তি হবে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাবে। পৃথিবীর অবস্থা এখন সেই রকম।

জনৈক ছাত্র-ছাত্রী: মানে ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

প্র: সা: : ব্যাপারটা খোলস্া করে বলি। সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর ওপর পড়ে। কিন্তু পুরোটাই আবার পৃথিবীর বুকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি হিসাবে। সূর্যের তাপ পৃথিবী ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে একটা পাতলা গ্যাসের চাদর। এই গ্যাসের চাদর সূর্যের রশ্মি খানিকটা শুষে নিয়ে পৃথিবীকে গরম রাখে। না হলে পৃথিবী একটা ঠাণ্ডা গ্রহে পরিণত হত।

পৌলোমী : স্যার এই পাতলা গ্যাসের চাদর তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?

প্র: সা: : হ্যাঁ নিশ্চই। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই পাতলা গ্যাসের চাদর না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা মাইনাস আঠেরো ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে যেত। গাছপালা, পশুপাখি পোকামাকড় কাউকেই দেখতে পাওয়া যেত না।

পলাশ : স্যার ওই পাতলা গ্যাসের চাদরটাকেই তো গ্রিন হাউস গ্যাস বলে।

প্র: সা: : হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছ। তোমরা কি জান গ্রিন হাউস কাকে বলে? আমি তোমাদের নানান জায়গার গ্রিন হাউসের ছবি দেখিয়েছি একটু আগে।

পৌলোমী : আমি জানি স্যার। আপনি ছবি দেখালেন। তাছাড়া আমি দার্জিলিং-এ গ্রিন হাউস দেখেছি। ঠাণ্ডার দেশে কাচের ঘরে বাহারি গাছপালা লাগানো হয়। সেখানে কাচের দেওয়াল সূর্যের তাপ ধরে রেখে কাচের ঘরকে গরম রাখে। কাচের ঘরে গাছ করাকে গ্রিন হাউস বলে।

প্র: সা: : হ্যাঁ ঠিক বলেছ। ঠিক একইরকম ভাবে গোটা পৃথিবীটা যেন পাতলা স্বচ্ছ গ্যাসের চাদরের ঘেরাটোপের মধ্যে রয়েছে। তাই গ্রিন হাউসের মত পৃথিবীটা গরম থাকছে, কন্‌কনে্ ঠাণ্ডা হতে পারছে না। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মাটিকে গরম রাখার এই কৌশলকে বলছেন গ্রিন হাউস এফেক্ট।

পলাশ : ও: স্যার তাই জন্য পাতলা গ্যাসের ওই চাদরটাকে বলে গ্রিন হাউস গ্যাস।

প্র: সা: : হ্যাঁ, এই গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ফ্লোরোফ্লুরো কার্বন ইত্যাদি।

সৈকত : স্যার এই সব গ্যাসতো মানুষের নানা প্রয়োজন মেটাতেই তৈরি হচ্ছে।

প্র: সা: : হ্যাঁ আমাদের কলকারখানা, গাড়িঘোড়া, চাষবাসের ফলে আমরা বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর নাইট্রাস অক্সাইড বাতাসে ছেড়েছি। পৃথিবী থেকে যে তাপ মিলিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এই গ্যাসের চাদরে ধাক্কা খেয়ে, তা আবার ফিরে আসছে পৃথিবীতে। গরম হচ্ছে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা বলছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বউষ্ণায়ন।

প্র: সা: : যত দিন যাবে এই পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে। এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সালে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 14.4^0 সেন্টিগ্রেড থেকে বেড়ে 20^0 সেন্টিগ্রেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মেরু অঞ্চলের বরফ বেশি বেশি করে গলবে। সমুদ্রের জলতল বেড়ে উপকূল অঞ্চল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

মনে আছে তোমাদের ছবিতে দেখালাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে সাড়া পৃথিবী জুড়ে কেমন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

পৌলোমী : মেরু অঞ্চলের বরফ গলার খবর মাঝে মাঝে খবরের কাগজেও দেয়। ছবিতে দেখলাম একটা মেরু ভল্লুক কেমন অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

প্র: সা: : আরে সেদিন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটা ভিডিওতে দেখছিলাম কোয়ালারা জলের সন্ধানে ঘুরছে।

পৌলমী : স্যার কোয়ালারা তো খালি ইউক্যালিপটাসের পাতাই চিবিয়ে খায়।

প্রা: সা: : হ্যাঁ আমরা সবাই তাই জানি। ইউক্যালিপটাসের পাতা যেমন ওদের খাদ্য আবার জলের অভাবও পূরণ করে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ওই ডিডিও ক্লিপসটা বলছে .....

..... সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ধরা পড়েছে কোয়ালারা জল খাচ্ছে। জল পেলেই অন্তত মিনিট দশেক ধরে সেই জল পান করছে। গবেষকরা মনে করছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতীক কোয়ালাদের আচরণের এমন বদল ঘটেছে। শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে দিনের যে সময়টা তারা গাছের ওপর ঘুমিয়ে কাটাত, তা না করে সেই সমায়টা তারা মাটিতে নেমে এসে জল খুঁজছে। কোয়ালাদের এই নতুন পরিবর্তন বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের বিপন্নতা না কমে আরো বেড়েই চলেছে। এতদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণাই দেখিয়েছে যে কোয়ালাদের আলাদা করে জল পানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু নতুন গবেষণা অন্য কথা বলায় বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাপারটা খুবই চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। অসাধারণ সুন্দর এই প্রাণীটির অস্তিত্ব ক্রমশ খুবই বিপন্ন হয়ে পরছে। .....

প্র: সা: : আসলে অস্ট্রোলিয়ার জৈববৈচিত্র্যে এই কোয়ালাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এমন সব বিচিত্র ঘটনা সারা পৃথিবী জুড়েই ঘটে চলেছে এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে।ঈ

পলাশ : আপনার দেখানো ছবিতেই তো দেখলাম দেশের একপ্রান্তে খরা। জমির মাটি ফেটে চৌচির। আবার আর এক প্রান্তে বন্যায় মানুষ নাস্তানাবুদ। ও: মনে পড়েছে সেদিন দুটো ফোন এসেছিল ....

রিং টোন ... হ্যালো হ্যালো, মা কেমন আছো?

... ভালো নেই রে ... কেন? কেন? কী হয়েছে মা? ... আমাদের পাড়ার তোদের বিশু কাকা গাছে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে ... সেকি কেন? ... অনেক ধার দেনা করে জমিতে চাষ দিয়েছিলো। জল নেই। পাম্প লাগিগয়ে জল তুলতে পারেনি। শুখো মাটিতে রোদের তাপে ফসল জ্বলে শেষ হয়ে গেল। ওদের পরিবারটার যে কী হবে? ... আমি তো ভাবতেই পারিছ না ... তুই পারলে একবার আসবি বাবা ...

আবার রিং টোন ...

... হ্যালো হ্যালো আমি ইকবাল বলছি। ভাগ্যিস তোন ফোনটা পেলাম। বাড়িতে একটু জানিয়ে দিবি আমরা ঠিক আছি ... কেন? কী ব্যাপার? তুই তো মৌজ করে মেঘের দেশে চাকরি করিস। তোর আবার কী হল? ... আর বলিস্ না, এখানে প্রবল বৃষ্টিতে শহরের রাস্তাতেও কোমর অবধি জল। তিন দিন হয়ে গেল বৃষ্টি ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই, ... যা, ফোনটা কেটে গেল ...

পলাশ : স্যার এখন relate করতে পারছি সেদিনের পরপর ফোনের ব্যাপারটা।

প্র: সা: : হ্যাঁ অনাবৃষ্টি অতি বৃষ্টি দুটোই পাশাপাশি চলবে। সমুদ্র স্রোত প্রবাহের বদল নানা দেশে ঝড়-ঝঞ্ঝার দাপট সাংঘাতিক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। সুযোগ বুঝে নানা রোগ জীবাণুও হানা দিচ্ছে।

সৈকত : বদলে যাওয়া পরিবেশে দিন দিন গাছপালা, পোকামাকড়, পশুপাখিদের টিঁকে থাকতেও তো মুশকিল হবে স্যার।

প্র: সা: : হ্যাঁ বিজ্ঞানীরা বলছেন ধান, গম, ওট, বার্লি, সয়াবিন, তুলো, তামাক, পাট ও নানান ধরনের ফুল ও ফলের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যাবে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় এদের বলা হয় C_3 (সি থ্রি) শ্রেণির উদ্ভিদ। এদের বৈশিষ্ট হল অপেক্ষাকৃত শীতল আবহাওয়ায় এদের বৃদ্ধি ও ফলন ভালো হয়। কিন্তু তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে এদের সালোক সংশ্লেষের হার কমে যায়। কিন্তু শ্বসনের হার বাড়তে থাকে তাতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলনের পরিমাণ কমে যায়।

সৈকত : স্যার তাহলে তো গোটা কৃষি ব্যবস্থাই মার খাবে।

প্র: সা: : সেটাই তো চিন্তার কথা। আর বিশ্বউষ্ণায়নে ফলন ভালো হবে যত রাজ্যের আগাছার। তাছাড়া ভুট্টা, আখ, ইতালিয়ান মিলেটের ফলনও ভালো হবে। বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় এইসব উদ্ভিদেরা হল -C_4 (সি ফোর) শ্রেণীর। বেশি গরমেও এদের ফলন ভালো হয়।

সৈকত : ভবিষ্যতে কথা ভাবলে তো ভয় হচ্ছে।

প্র: সা: : তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে রোগ পোকার উপদ্রব। শুষ্ক ও তপ্ত আবহাওয়ায় মাইট শ্রেণির কীটের উপদ্রবও বাড়বে। সুতরাং ফল ও শস্যের মোট ফলনও শোচনীয় ভাবে ব্যাহত হবে। এ জন্য এখন থেকেই বেশি তাপ ও শুষ্ক অবহাওয়া সহ্য করতে সক্ষম। এমন ধান, গম, বার্লি, সয়াবিন, তুলো, তামাক, পিচ, পেয়ারা ইত্যাদি শস্য ও ফলের ভ্যারাইটি সৃষ্টির জন্য উন্নমানের গবেষণা শুরু করা দরকার।

জনৈক স্টুডেন্ট: স্যার দিন যত যাবে পৃথিবীতে টেঁকাই মুশকিল হয়ে পড়বে।

প্র: সা: : হ্যাঁ সেই জন্যই তো বিজ্ঞানীরা বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের কথা বলছেন। বর্তমানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমাতেই হবে। মানুষের ভোগ বিলাসিতার প্রয়োজন মেটাতেই আজ পৃথিবীতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যেই সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাস থেকে টেনে নেওয়ার,

পৌলোমী : হ্যাঁ স্যার উদ্ভিদরাজ্য তাদের খাবার বানাতে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নেয়।

সৈকত : অথচ নানান প্রয়োজনে দ্রুত বন জঙ্গল কেটে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা তৈরি দিন দিন বেড়েই চলেছে।

প্র: সা: : তাহলে বুঝতে পারছো আমরা মানুষেরা কী রকম নির্বোধ। একটা হেরে যাওয়া যুদ্ধের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছি।

পৌলোমী : স্যার আমাদের সবাইকেই ব্যাপারটা ভাবতে হবে।

প্র: সা: : নিশ্চই। মনে পড়ছে তোমাদের ছবিতে দেখালাম আমাদের চাল চলনেও কীভাবে সতর্ক হতে হবে।

আচ্ছা আচ্ছা। এই দ্যাখ পলাশ ইসারা করছে লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। চল আমরা খেতে খেতে ব্যাপারটা নিয়ে বিশদে আলোচনা করব।

দৃশ্য - ৩

(রাস্তায় রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা)

সাইকেল রিক্সার হর্নের আওয়াজ ...

প্র: সা: : রিক্সা রিক্সা। অ্যাই রিক্সা চলতো তাড়াতাড়ি ইউনির্ভাসিটি।

ভোলা : হ্যাঁ চলুন বাবু। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সময় হয়ে গিয়েছে নইলে সিগন্যাল পড়ে যাবে।

রিক্সার হর্ন, ট্রেনের আওয়াজ ও সিগন্যাল পড়ার আওয়াজ।

ভোলা : এই যা: যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। এখন পাক্কা পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের ধাক্কা সিগন্যাল খুলতে।

প্র: সা: : একটু হাতে সময় নিয়েই বেরিয়েছিলাম যাতে দেরি না হয়ে যায়, তা সিগন্যালেই সময়টা খেয়ে যাবে দেখছি। তা তোমার নাম কি? রিক্সা কোথাকার?

ভোলা : আমি ভোলা বাবু। এই পাড়ারই রিক্সা। আপনার বাড়ির উল্টোদিকের রিক্সা স্ট্যানেউই আমার রিক্সা থাকে। আমি আপনাকে দেখেছি অনেকদিন এই সময় গাড়ি নিয়ে বেরোতে।

প্র: সা: : ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি প্রায় রোজ এই সময়ই বেরোই।

ভোলা : বাবু অভয় দ্যান তো একটা কথা বলি।

প্র: সা: : হ্যাঁ হ্যাঁ নির্ভয়ে বল কী বলবে।

ভোলা : বাবু দুদিন আগে আপনাকে মাইক নিয়ে কথা বলতে দেখেছি।

প্র: সা: : আমাকে? না না অন্য কারোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছো। আমি রাস্তায় মাইক নিয়ে বক্তৃতা দিই না।

ভোলা : না বাবু হল ঘরে ছবি দেখিয়ে মাইকে বলছিলেন।

প্র: সা: : ও বুঝেছি বুঝেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দুদিন আগে ইউনিভাসিটিতে পরিবেশ নিয়ে একটা সেমিনার ছিল। তা তুমি সেখানে কী করছিলে?

ভোলা : বাবু আমি তো সেদিন রিক্সায় করে সারাদিন ধরে ডেকরেটরের জিনিস, ইলেকট্রিকের জিনিস পত্তর আনা নেওয়া করেছি। সারা দুপুর ওখানেই ছিলাম।

প্র: সা: : তুমি পুরো অনুষ্ঠান ছিলে বুঝি? না বাবু আপনি ওই যে ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা করছিলেন, সেই সময়টা ছিলাম।

প্র: সা: : তোমার কেমন লাগছিলো শুনতে?

ভোলা : সত্যি কথা বলতে কি বাবু সব যে বুঝেছি ঠিক নয়। কিসব ওয়ার্মিং টোয়ার্মিং-এর ব্যাপারটা ভালো বুঝিনি। তবে মোদ্দা কথাটা হল গরম পড়ছে। বরফ গলছে। কোথাও নদীতে

বান ডাকছে আবার কোথাও জলের অভাবে জমির ফসল শুকিয়ে দড়ি হয়ে যাচ্ছে। মানুষের পাপে আজ এমন সব হচ্ছে।

প্র: সা: : উহু পাপ বলে কিছু হয় না। যতদিন যাবে মানুষের চাহিদা দিন দিন বেড়েই যাবে আর সেসব কিছুর জোগান দিতে পৃথিবীর বুকে বিপদ নেমে আসবে।

ভোলা : কলের ধোঁয়ায়, গাড়ির ধেঁয়ায় মা ধরিত্রী আজ নীলকণ্ঠী হয়েছেন। তবে আপনার সেই কথাটা আমার ভারী ভালো লেগেছে।

প্র: সা: : কোন কথাটা।

ভোলা : শুধু শুধু গাড়ির তেল না পুড়িয়ে প্রয়োজনে পায়ে হেঁটে সাইকেল বা সাইকেল রিক্সায় চলা ফেরা করতে হবে।

প্র: সা: : হ্যাঁ ঠিকই সাইকেল রিক্সা হল পরিবেশ বান্ধব যানবাহন। আর কিছুদিনের মধ্যে সোলার রিক্সাও বাজারে এসে যাবে। সূর্যের আলোর শক্তিতে গাড়ি চলবে।

ভোলা : বা: সে তো দারণু ব্যাপার স্যার।

ঘট ঘট সিগন্যাল ওঠার আওয়াজ ...

ভোলা : বাবু সিগন্যাল খুলে গেছে। চলুন আপনাকে তাড়াতাড়ি নে যাই।

প্র: সা: : হ্যাঁ তাড়াতাড়ি সাবধানে চালাও। সিগন্যালে অনেকটা সময় চলে গেল।

সাইকেল রিক্সার হর্নের আওয়াজ ...

প্র: সা: : অ্যাই ভোলা আস্তে আস্তে। এই গেটের কাছটাতেই দাঁড়াও।

ভোলা : পেন্নাম বাবু।

প্র: সা: : ভোলা মাঝে মাঝে আমাকে বাড়ি থেকে এখানে নিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে গপ্পো করা যাবে।

ভোলা : ঠিক আছে বাবু।

সাইকেল রিক্সার হর্নের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবে ...

প্র: সা: : আরে মাণিক জোড় এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো?

সৈকত : স্যার চা খেতে খেতে সেদিনকার প্রোগ্রামটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

পলাশ : আপনি আজকে স্যার সাইকেল রিক্সা করে এলেন? গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?

প্র: সা: : না-না আজকাল বেশি দূরে ঘোরাঘুরির কাজ না থাকলে রিক্সায় করে বা হেঁটে যাতায়াত করার কথা ভাবছি। এতে শরীরও ভালো থাকবে আর পরিবেশ বান্ধবও বটে। হাসতে হাসতে ... আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও ...

সৈকত : ও: স্যার আপনি না সত্যিই দারুণ।

প্র: সা: : যাক্ ওসব কথা। সেদিন তো তোমরা কামাল করে দিয়েছো। নানান মহল থেকে feed back পাচ্ছি। চল ওই দিকে যাবে তো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

সৈকত : হ্যাঁ সার পলাশকে এক্ষুনি বলছিলাম স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে এত ভালো সাড়া পাওয়া যাবে একদম ভাবিনি।

প্র: সা: : আরে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী তো আছেই, আমি আজ যে রিক্সা করে এখুনি এলাম ওর মুখে তোমাদের প্রোগ্রামের কথা শুনলাম।

পলাশ : মানে?

প্র: সা: : আরে ও সেদিন অনুষ্ঠানের মাইক ডেকরেটরের জিনিস পত্র আনা নেওয়া করছিলো। ও আমার লেকচার অনেকটা শুনেছে। ওর মুখে ধরিত্রী মা নীলকণ্ঠী হয়েছেন শুনে আমি তো 'থ'। দেশের মানুষকে সচেতন করতে সর্বস্তরে আরো বেশি বেশি করে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা দরকার।

পলাশ : দেখ্ সৈকত একটু আগে আমি তোকে এই কথাটাই বলছিলাম কি না?

সৈকত : ঠিকই স্যার আমরা ভাবছিলাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং-কে মোকাবিলা করতে আমাদের সকলের কী করার আছে এই ব্যাপারটার উপর জোর দিয়ে কয়েকটা প্রোগ্রাম যদি করা যায়।

প্র: সা: : তোমরা কী ভাবে কাজটা করতে চাও ঠিক করো। এই সেমিস্টারের শেষে পরীক্ষা হয়ে গেলে স্কুল ও কলেজে প্রোগ্রামটা যাতে করা যায় সে ব্যাপারে তোমাদের এইচ.ও.ডি-র সাথে আমি কথা বলব। এছাড়াও কয়েকটা ক্লাব বা এন.জি.ও. র সাথেও যোগাযোগ করতে পারো, যারা সরকারি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করে। আমি তোমাদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো যারা গ্রাস রুট লেভেল-এ পরিবেশ নিয়ে কাজ করে। তবে যে কাজই কর না কেন নিজেদের পড়াশুনা বজায় রেখে করতে হবে।

পলাশ : আর, একটা কথা ছিল স্যার।

প্র: সা: : অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন বলে ফেল কী বলবে।

পলাশ : স্যার H.O.D. কে বলে আমরা যারা এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম যদি একটা certificate পাওয়া যায় তাহলে স্যার আমাদের সি.ভি. টা একটু ভালো হয়।

প্র: সা: : ঠিক আছে। চিন্তা কোর না। আমি তোমাদের H.O.D. র সাথে পুরো ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলবো। চলি আমার আবার এখন একটা ক্লাস আছে।

পলাশ ও সৈকত: Thank you স্যার।

পলাশ : চল্ চল্ ক্লাসে গিয়ে খবরটা দিতে হবে।

দুজনে আনন্দে চল চল চল উর্দ্ধগগনে বাজে মাদল ...

গানটা গাইতে গাই তে বেরিয়ে যাবে। ...